দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JUN 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষা মানের অবনতি

।। আবুল খায়ের ।।

শিক্ষামানের অবনতি ও তথ্য পেশ করার ক্ষেত্রে গাফেলতির কারণে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী মেডিক্যাল কাউন্সিল বাংলাদেশের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে প্রদত্ত ইতিপূর্বেকার সাময়িক স্বীকৃতিও বাতিল করিয়া দিয়াছে। দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজই এ স্বীকৃতি পাইয়াছিল। বিদেশে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য এ স্বীকৃতি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশব্যাপী মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিক্ষা মানে গুরুতর অব-নতির পরিস্থিতি প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন সূত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বৈদেশিক স্বীকৃতি না পাওয়ার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অবশ্য বলেন, তিনি এখনও এ ব্যাপারে কোন চিঠি পান নাই।

কী কারণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি বাতিল হইয়াছে তাহা লইয়া অধ্যাপক মহল ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অধ্যাপক মহলের দাবী, মাইক্রোবায়ালজি ও বায়ো কেমেষ্ট্রি বিভাগ না থাকার কারণেও এ কলেজ অনুমোদন হারাইয়াছে। সংসদে স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, এ বিষয়ে অবশ্যই পড়ানো হয়। তবে বিভাগ গঠনের দাবী প্রফেসর পদ সৃষ্টির বাহানা মাত্র।

অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, সমস্যা জর্জরিত মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষামান উন্নয়নে কোন চেষ্টা নাই। কিছু বিভাগ থাকা, উপকরণের সংকট, অধ্যাপকদের অমনোযোগের কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাইক্রোবায়োলজী ও বায়োকেমিষ্ট্রী এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে মেডিসিন বিভাগেরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিলেও মেডিক্যাল কলেজসমূহে এ তিনটি বিষয় ও বিভাগ দুর্বল। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও শিক্ষা অনুষদের ডীনের এক জরিপে জানা যায়, প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মাইক্রোবায়োলজী ৬৪ ভাগ, বায়োকমিষ্ট্রি ৩০ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৬ ভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্যাথলজী ও এক্স-রে বিভাগ করে। ডীন প্যাথলজীক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর এক জরিপে এই তথ্য প্রকাশ করেন। বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজসমূহে মাইক্রোবায়োলজী ও বায়োকেমিষ্ট্রি যথাক্রমে প্যাথলজী ও ফিজিওলজী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ফলে জেনারেল প্যাথলজী বিভাগের চিকিৎসকরাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্যাথলজীর সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন।

দাবীর মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহে মাইক্রোবায়োলজী ও বায়োকেমিষ্ট্রিসহ উক্ত বিভাগগুলি শিক্ষা ও চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য চালু করিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পদ সৃষ্টির জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎকদের মতে, জরুরী ভিত্তিতে উক্ত ইউনিটগুলি চালু করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিওলজী বিভাগ চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হইতে উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চালু করা হয় নাই। চালুকৃত বিভাগগুলিতে ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী, অর্থ, যন্ত্রপাতি ও ঔষধের অভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম।

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা চারটি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম), বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এণ্ড সার্জন্স ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিনিয়োগ সংস্থা। অপর ৩টি সংস্থা কেবল চিকিৎসা শিক্ষার পরীক্ষা পরিচালনা, ফল প্রকাশ, শিক্ষার নীতিগত ও পেশাগত দক্ষতার ব্যাপার দেখাশুনা করে। কিন্তু সার্বিক অগ্রগতি, উন্নয়ন ও গবেষণার ব্যাপারে কার্য-

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

মেডিসিন বিভাগের অবস্থা একই রকম। জেনারেল মেডিসিন বিভাগের একজন অধ্যাপক কার্ডিওলজী, নিউরোলজী, নেফ্রোলজী ও গ্যাসট্রো-এন্টারোলজীর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন। এই সম্পর্কে বিশিষ্ট কিডনী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ মতিয়র রহমান ও গ্যাসট্রোলজী বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদ হাসান বলেন, প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিওলজী, নিউরোলজী, নিউরোও সার্জারী, নেফ্রোলজী ও গ্যাসট্রোএন্টারোলজী বিভাগ চালু করিয়া বিভাগগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের রোগী স্বচক্ষে দেখাইয়া ও নির্ধারিত বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা সুশিক্ষা পাইবে। চিকিৎসক সমাজের জাতীয় সংগঠন বি,এম,এ দীর্ঘদিন যাবৎ ২৩ দফা

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে

(শেষ পৃঃ পর)

করী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ক্ষমতা এই সংস্থা দুইটির নাই। অপরদিকে বিষয় ভিত্তিক অভিজ্ঞতার অভাবে মন্ত্রণালয়ে অনেক বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অভিজ্ঞ মেডিক্যাল শিক্ষকরা বলেন, আর্থিক ও প্রশাসনিকসহ মেডিক্যাল কলেজে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন। হেলথ ম্যানপাওয়ার কমিটির পক্ষে ব্রিগেডিয়ার এহদায়েতুল্লাহ (সাবেক স্বাস্থ্য মহাপরিচালক) দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কোন উদ্যোগ নেয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

শিক্ষকদের দুরবস্থা

মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিক্ষকদের বসার চেয়ার নাই, পিয়ন নাই, যাতায়াতের জন্য গাড়ী নাই এবং অনেক শিক্ষকের টেলিফোন নাই। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকদের সংখ্যা কম হওয়ায় শিক্ষাদানে বেশী সময় দিতে হয়। ইহাতে বাড়তি ভাতা ও কোন সুযোগ-সুবিধা নাই। অথচ একজন অধ্যাপক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের পদমর্যাদার সমান; কিন্তু যুগ্মসচিবের একজন পি-এও তাহার কাজের জন্য কয়েকজন কর্মচারী রহিয়াছে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিতকক্ষে বসিয়া কাজ করেন।

এ ব্যাপারে মেডিক্যাল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ডাঃ গাজী আবদুল হক বলেন, উক্ত সমস্যার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের নিকট বার বার ধরনা দেওয়ার পর কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। শুধু চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার শ্লোগান দিয়া আসল সমস্যা পাস কাটাইয়া যাওয়া হইতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

দেশের সবকয়টি মেডিক্যাল কলেজের শীর্ষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে রাখা হয়। অবচ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশী সমস্যার শিকার। এনাটমি বিভাগে একটি ডিপফ্রিজ দীর্ঘ ৫ বৎসর যাবৎ বিকল। ফ্রিজের অভাবে ডেডবডি রাখিতে খুবই অসুবিধা হইতেছে। হলরুম নাই, লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই নাই। আসবাবপত্রের অভাব। লাশ কাটা ও রাখা কক্ষে কোন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নাই। লাশ কাটার যন্ত্রপাতির অভাব। একজন মাত্র তরুণ ডোম। কলেজটিতে শিক্ষাউপকরণের সংকট সবচেয়ে বেশী। যন্ত্রপাতিগুলিতে মরিচা পড়িয়া জরাজীর্ন অবস্থায় আছে। ছাত্রাবাসে আসবাবপত্রের অভাব। সুইপার ও ওয়ার্ডবয়দের অভাবে ছাত্রাবাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয় নাই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকিতেছে। এই বেহাল অবস্থার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়া ব্যাহত হইতেছে। ছাত্র সংসদের ভিপি ফরহাদ আলী খান, বহুবার উক্ত সমস্যার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইয়াছেন, কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই।